খিলাফত সরকার প্রতিষ্ঠা, দেশের স্বার্থ রক্ষা
এবং গণমানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ-এর

ইসলামী ইশতেহার

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ-এর পাঁচ দফা দাবি:

১. খিলাফত পদ্ধতিতে সরকার পরিচালনা করতে হবে।

২. লুটপাট, হানাহানি ও দেশ ধ্বংসের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

৩. খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসাসহ গণমানুষের সকল নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৪. দেশের অর্থনীতি তথা জাতীয় সম্পদের উপর বিদেশী দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দেয়া যাবে না।

৫. দেশ, জাতি ও ইসলামের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াতে হবে এবং দেশের রাজনীতিতে মার্কিন-ভারত-ইইউ এর হস্তক্ষেপ স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হবে।

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ

গণমানুষের মুক্তির আন্দোলন

কেন্দ্রীয় কার্যালয়

২০১/সি, পল্টন টাওয়ার (৩য় তলা)
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা
যোগাযোগ: ৮৩৩১৭২৭, ০১৮১৯ ২১৮৮৫৪, ০১৮১৩ ০৩৫৪০৭, ০১৮১৭ ০৪৩১৫৩

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ
গণমানুষের মুক্তির আন্দোলন

সূচীপত্র

০১. পটভূমি ০১

০২. শাসনব্যবস্থা (Ruling System) ০৩

২.১ মূলনীতি ০৩
২.২ খিলাফত সরকারের কাঠামো (Structure of the Government) ০৪
২.৩ জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা ০৪

২.৩.১ *খলিফা নির্বাচন* ০৪
২.৩.২ *খলিফা পদপ্রার্থীর যোগ্যতা* ০৫
২.৩.৩ *নির্বাচন কমিশন* ০৫
২.৩.৪ *খলিফার শাসনের সময়সীমা* ০৫
২.৩.৫ *পরামর্শ সভা* ০৫
২.৩.৬ *স্বাধীন বিচার বিভাগ* ০৬
২.৩.৭ *রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব* ০৬

২.৪ রাষ্ট্রের স্থানীয় সরকার কাঠামো (Structure of the Local Government) ০৬

০৩ রাজনীতি (Politics) ০৭

০৪. মৌলিক নাগরিক অধিকার (Basic Rights) ০৮

৪.১ মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা ০৯
৪.১.১ *মৌলিক চাহিদা পূরণে খলিফার বাধ্যবাধকতা* ০৯
৪.১.২ *প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহ* ০৯
৪.১.৩ *কর্মসংস্থানের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী* ১০
৪.১.৪ *সম্পদের অবাধ প্রবাহ* ১০

৪.২ জনগণের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার ১১

৪.২.১ *নিরাপত্তার অধিকার* ১১
৪.২.২ *বিচার ব্যবস্থার কাঠামো* ১১
৪.২.৩ *বিচার প্রাপ্তির অধিকার* ১২

৪.৩ শিক্ষার অধিকার ১৩

৪.৩.১ *শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য* ১৩
৪.৩.২ *শিক্ষাব্যবস্থা* ১৩

৪.৪ কৃষক-শ্রমিকের অধিকার ১৪
৪.৫ নারীর অধিকার ১৫

৪.৫.১ *মৌলিক নীতিমালা* ১৫
৪.৫.২ *নারীর অধিকারসমূহ* ১৬

৪.৬ অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ১৭
৪.৭ নাগরিকদের অন্যান্য অধিকার ১৮

০৫. স্বনির্ভর অর্থনীতি ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা (Self-Reliant Economy and Protection of National Resources) ২০

৫.১ **বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত অর্থনীতি** ২০
৫.২ **জ্বালানী সম্পদ ব্যবস্থাপনা** ২১
৫.৩ **শিল্পায়ন** ২২
৫.৪ **কৃষি** ২৩
৫.৫ **অর্থ ব্যবস্থাপনা** ২৪

০৬. রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা (Sovereignty and Security of the State) ২৫

৬.১ মূলনীতি ২৫
৬.২ পররাষ্ট্র নীতি ২৫
৬.৩ প্রতিরক্ষা নীতি ২৬

০৭. উপসংহার ২৮

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

১. পটভূমি

নব্বুইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সূচনালগ্নে এদেশের জনসাধারণ অনেক স্বপ্ন দেখেছিলো। কিন্তু বিগত ১৬ বছরের বিএনপি-আওয়ামী লীগের দুঃশাসন জনগণের সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। বিএনপি ও আওয়ামী লীগ এদেশের প্রতিটি জনপদ, সেক্টর ও প্রতিষ্ঠানকে দুইভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে। এই বিভক্তি বাংলাদেশকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্রমাগত দুর্বল করেছে এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। অধিকার বঞ্চিত জনগণ এক দল বা জোটকে পরিবর্তন করে অন্যদল বা জোটকে ক্ষমতায় পাঠায়, কিন্তু কিছুতেই লুটপাট আর দুর্নীতির অবসান হয়না।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল - তা যে কোন উপায়েই হোক না কেন। প্রচলিত এই ব্যবস্থায় ফলাফল একটিই - বিএনপি অথবা আওয়ামী লীগের পুনরায় ক্ষমতায় আরোহণ এবং আরো লুটপাট। জীবন-বিশ্বাস-সম্মান-সম্পদের নিরাপত্তা এবং খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধানের প্রশ্নে আওয়ামী-বিএনপি জোটের উপর জনগণ আর আস্থা রাখতে পারছে না। আজ দেশবাসী এই দুই দল ও জোটের দায়িত্বহীনতা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বৈরশাসন থেকে চিরতরে মুক্তি চায়। এদেশের মজলুম, নিপীড়িত, অধিকার বঞ্চিত মানুষ তাদের মৌলিক সমস্যার সমাধান চায়। প্রচলিত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে বিকল্প শাসন ব্যবস্থা চায়।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি দেশবাসীকে আবারও স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার অধীনে যে কোন নির্বাচন হবে শুধুমাত্র অবাধ লুটপাটের ক্ষমতার পালাবদলের নির্বাচন। নির্বাচনী রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এ ধরণের নির্বাচন ক্ষমতার পালাবদল ছাড়া জনগণকে আর কিছুই দিতে পারবে না। বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্থায়ী ও মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষ্যেই আমরা জাতির সামনে এই ইসলামী ইশতেহার উপস্থাপন করছি। ইশতেহারে বাংলাদেশের জনগণের আশু

মুক্তির লক্ষ্যে হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ-এর পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরা হয়েছে। এখানে এই পাঁচ দফার ভিত্তি এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করা হয়েছে। কুরআন সুন্নাহ্‌ এই ইশতেহারের ভিত্তি। এর ফলে দেশবাসী হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ-এর দাবিগুলোর যৌক্তিকতা যেমন অনুধাবন করতে পারবে তেমনি নিশ্চিত বিশ্বাস সহকারে বলিষ্ঠতার সাথে রাজপথের আন্দোলনে যোগ দিতে এগিয়ে আসবে। খিলাফত সরকার প্রতিষ্ঠা, জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও গণমানুষের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ প্রণীত পাঁচ দফা নিম্নরূপ:

১. খিলাফত পদ্ধতিতে সরকার পরিচালনা করতে হবে।

২. লুটপাট, হানাহানি ও দেশ ধ্বংসের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

৩. খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসাসহ গণমানুষের সকল নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৪. দেশের অর্থনীতি তথা জাতীয় সম্পদের উপর বিদেশী দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দেয়া যাবে না।

৫. দেশ, জাতি ও ইসলামের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াতে হবে এবং দেশের রাজনীতিতে মার্কিন-ভারত-ইইউ এর হস্তক্ষেপ স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হবে।

এই পাঁচ দফা মূলত: বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা, রাজনীতি, মৌলিক নাগরিক অধিকার, অর্থনীতি, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হল।

২. কাসন ব্যবস্থা (Ruling System)

২.১ মূলনীতি

বর্তমান শাসন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণেই বিএনপি-আওয়ামী লীগ দেশ শাসনে চরম ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে আজ দেশবাসীর এই করুণ অবস্থা। মানুষের সার্বভৌমত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতা এই শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে সীমাবদ্ধ আর এই ক্ষমতাবানরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তারা ইচ্ছামত নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে আইন তৈরী করতে পারে অথচ নিজেরা থাকে সকল আইনের উর্ধ্বে। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে স্বেচ্ছাচারী এই শাসকগোষ্ঠী জনগণের দায়িত্ব কাঁধে তো নেয়ই না, উপরন্তু তাদেরকে কারো কাছে কোন জবাবদিহি করতে হয়না। কারো কাছে তারা দায়বদ্ধ নয়। অর্থাৎ তাদের অবাধ ও নিরংকুশ ক্ষমতা আছে কিন্তু কোন দায়বদ্ধতা নেই।

আলাহ্ সুবহানাহুওয়াতায়ালা মানুষ ও বিশ্বজগৎ সৃষ্টির সাথে সাথে মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দিয়েছেন খিলাফত শাসন ব্যবস্থা। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রধানতম মূলনীতি হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আলাহ্ সুবহানাহুওয়াতায়ালা। অর্থাৎ তিনিই একমাত্র আইন প্রণেতা। সুতরাং, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান (খলীফা, যিনি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী তথা একই সাথে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান) নিজে কোন আইন তৈরী করতে পারবেন না। তাই তাঁর স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারী হবার কোন সুযোগ নেই। ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা মানুষের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে বাধ্য। তিনি মানুষের মৌলিক চাহিদা অবশ্যই পূরণ করবেন। মৌলিক চাহিদা পূরণের পরেই অন্যান্য চাহিদা পূরণের দিকে রাষ্ট্র নজর দিবে। আর খলীফা তার নিজের কাজের জন্য আলাহ্র কাছে এবং জনগণ তথা মুসলিম ও অমুসলিম সকল নাগরিকের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে খিলাফত শাসনব্যবস্থা চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হবে:

১. ইসলামী আকীদাই হবে রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি। সকল রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম ইসলামী আকীদা ও ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে।

২. মানুষের স্বেচ্ছাচারী আইন তৈরীর ক্ষমতা রহিত করা হবে এবং কুরআন-সুন্নাহ্ আইন তৈরীর একমাত্র ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হবে ।

৩. ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য জনগণ তাদের পছন্দ অনুযায়ী একজন খলীফা নির্বাচন করবেন। খলীফা হবেন রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী তথা একই সাথে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান ।

৪. খলীফা কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করতে, জনগণের সার্বিক দায়িত্ব নিতে, জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে এবং শাসনকার্য পরিচালনায় স্বচ্ছ নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য।

২.২ খিলাফত সরকারের কাঠামো (Structure of the Government)

খিলাফত সরকারের কাঠামো আটটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১. খলীফা (রাষ্ট্রপ্রধান)
২. খলীফার বিশেষ প্রতিনিধি (Deputies)
৩. নির্বাহী সহযোগী (Executive Assistants)
৪. আমীরে জিহাদ
৫. প্রধান বিচারপতি ও বিচার বিভাগ
৬. গভর্নর
৭. প্রশাসনিক বিভাগ
৮. মজলিসে শুরা (জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী পরামর্শ সভা)

২.৩ জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা

ইসলামী আদর্শভিত্তিক খিলাফত সরকার কাঠামোর মধ্যেই অর্ন্তনিহিত আছে জনপ্রতিনিধিত্ব এবং জবাবদিহিতা। বাস্তবে কিভাবে এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করা হবে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

২.৩.১ খলীফা নির্বাচন

খিলাফত সরকার ব্যবস্থা রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র বা পরিবারতন্ত্র নয়। খলীফা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। তার একমাত্র কাজ কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করা, মানুষের দেখাশুনা করা এবং মানুষের সমস্যা সমাধান করা। এটাকে তিনি ইবাদত হিসেবে দেখবেন।

২.৩.২ খলীফা পদপ্রার্থীর যোগ্যতা

শুধুমাত্র ইসলামী ব্যক্তিত্ব তথা কুরআন-সুন্নাহ্'র ভিত্তিতে তৈরী নীতিমালার আলোকে যোগ্য (Competent) ও বিশ্বস্ত (Trustworthy) ব্যক্তিই খলীফা পদপ্রার্থী হতে পারবেন। কালো টাকার মালিক, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী ও দুর্নীতিপরায়ন ব্যক্তি কখনই খলীফা পদপ্রার্থী হতে পারবেন না। পরামর্শ সভার অধিনস্ত নির্বাচন কমিশন এই যোগ্যতা যাচাই বাছাই করে খলীফা পদপ্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত করবেন।

২.৩.৩ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন খলীফার অধীনে থাকবেনা। নির্বাচন কমিশনকে পরামর্শ সভার অধীনে ন্যস্ত করা হবে, যাতে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকতে পারে। পরামর্শ সভায় দলভিত্তিক বিভক্তি থাকবে না, তাই নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবে। খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা স্বাধীনভাবে প্রার্থী বাছাই সম্পন্ন হবে। এই ব্যবস্থায় প্রতিনিধি সভার সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রেও নির্বাচন কমিশন খলীফার প্রভাবমুক্ত থাকবে। নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোন বিরোধ মাহ্কামাতুল মাযালিম (Court of Unjust Act) নিষ্পন্ন করবেন। আদালত যেকোন নির্বাচনকে তদন্ত সাপেক্ষে অবৈধ ঘোষণা করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

২.৩.৪ খলীফার শাসনের সময়সীমা

খলীফা যতদিন কুরআন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী জনগণকে শাসন করবেন, ততদিন তিনি এই পদে আসীন থাকবেন। এই প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। খলীফা দুর্নীতি-লুটপাট তথা কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী কোন কাজ করলে পরদিনই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যবস্থা রয়েছে। আর খলীফা কুরআন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী কাজ করলে তাকে সরানোর কোন প্রয়োজন নেই। এতে করে সরকার স্থিতিশীল থাকবে যা উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

২.৩.৫ পরামর্শ সভা

খলীফাকে পরামর্শ দেয়া, তাঁর কাছে অভিযোগ করা এবং প্রয়োজনে তাঁর কাছ থেকে অধিকার আদায়ের জন্য পরামর্শ সভা গঠন করা হবে। এই পরামর্শ সভা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে। নারী-পুরুষ, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল

নাগরিক ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন এবং নির্বাচিত হতে পারবেন। পরামর্শ সভার অন্যতম দায়িত্ব হবে খলীফাকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা। পরামর্শ সভার যেকোন প্রতিনিধি রাষ্ট্রীয় যেকোন কর্মকর্তা-কর্মচারী সম্পর্কে অভিযোগ আনতে পারেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে খলীফা তাৎণিকভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পদচ্যুত করতে বাধ্য।

২.৩.৬ স্বাধীন বিচার বিভাগ

কুরআন-সুন্নাহ্র বিধি মোতাবেক বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বাধীন করা হবে। বিচার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে মাহ্কামাতুল মাযালিম (Court of Unjust Act), যেখানে জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়। এই আদালতে জনগণ খলীফাসহ সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় জুলুমের প্রতিকার এবং অধিকার আদায়ের জন্য মামলা করতে পারবেন। এই আদালতের বিচারক খলীফাসহ যে কোন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদচ্যুত করতে পারবেন। খলীফার বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন এই আদালতের বিচারককে পদচ্যুত করা যাবেনা। অভিযোগ ব্যাতিরেকে আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যেকোন ধরণের জুলুম আমলে আনতে পারবে, তদন্ত ও রায় দিতে পারবে।

২.৩.৭ রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব

ইসলামী রাষ্ট্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকতে পারে। এই রাজনৈতিক দলগুলোর কাজ হবে কুরআন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী খলীফা তথা শাসকদেরকে জবাবদিহিতার মুখোমুখী করা। রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য কোন অনুমতিরও প্রয়োজন নেই।

২.৪ রাষ্ট্রের স্থানীয় সরকার কাঠামো (Structure of the Local Government)

খিলাফত সরকারের স্থানীয় সরকার কাঠামো ছয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

১. জেলা প্রশাসক (আমীল বা হাকীম, Ameel or Hakim)
২. জেলা প্রশাসন পরিষদ
৩. জেলা প্রতিনিধি সভা
৪. উপজেলা (Qasabah) সচিব

৫. উপজেলা পরিচালনা পরিষদ
৬. গ্রাম/ওয়ার্ড (ঐধু) পরিচালক

খলীফা জেলা প্রশাসক নিয়োগ করবেন, জেলা প্রশাসক উপজেলা সচিব নিয়োগ করবেন এবং উপজেলা সচিব গ্রাম/ওয়ার্ড পরিচালক নিয়োগ করবেন। জেলা প্রশাসন পরিষদ উপজেলা সচিবদের নিয়ে গঠিত হবে। উপজেলা পরিচালনা পরিষদ গ্রাম/ওয়ার্ড পরিচালকদের নিয়ে গঠিত হবে। প্রত্যেক উপজেলা থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সভার সদস্য হবেন। জেলা প্রশাসনকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করাই এই প্রতিনিধি সভার দায়িত্ব।

৩. ওাজনীতি (Politics)

বর্তমান রাজনীতির ভিত্তি পুঁজিবাদ। ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থ হাসিলই এই রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য। কালো টাকার মালিক ও পেশী শক্তির অধিকারীরাই রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্রণ করে। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও গণমানুষের অধিকার আদায়ের শোগান এই দুর্নীতিগ্রস্থ রাজনীতিবিদদের মুখস্ত আওড়ানো বুলি মাত্র। যেহেতু লুটপাট ও দলীয় স্বার্থসিদ্ধিই বর্তমান রাজনীতির লক্ষ্য, তাই এই রাজনীতি রাজনীতিবিদদেরকে বিদেশীদের তাঁবেদারি ও জনগণের সাথে প্রতারণা করতে উৎসাহিত করে। অন্যদিকে খিলাফতের রাজনীতির (সিয়াসাত) উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। কারণ খিলাফতের রাজনীতির ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া (আলাহ্র ভীতি) এবং এই রাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের দেখাশোনা করা। তাই এই রাজনীতিতে দুর্নীতি, কালো টাকা, দলাদলি, পেশীশক্তি, ব্যক্তিস্বার্থ ও বিদেশীদের তাঁবেদারির কোন স্থান নেই।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে খিলাফত সরকার দেশের প্রচলিত রাজনীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করে নিম্নলিখিত বিষয়ে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

(১) দল ও ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার রাজনীতির পরিবর্তে জনগণকে দেখাশোনা করার রাজনীতি চালু করবে।

(২) কালো টাকার মালিক ও লুটেরাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বন্ধ করবে। যারা ক্ষমতায় এসে কালো টাকার মালিক হয়েছে এবং দেশের

সম্পদ লুটপাট করেছে তাদেরকে কখনোই কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নিতে দেবেনা। উপরন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের অন্যায়ভাবে আহরিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে জনকল্যাণে কাজে লাগাবে।

(৩) কুরআন-সুন্নাহ্র বিধি মোতাবেক নির্বাচনে প্রার্থীতার যোগ্যতা নির্ধারণ করবে এবং অযোগ্যদের প্রার্থীতা বাতিল করবে।

(৪) প্রচলিত রাজনীতির অন্যতম হাতিয়ার সন্ত্রাস ও পেশীশক্তিসহ সকল প্রকার জোর জবরদস্তিমূলক কার্যক্রম কঠোর হস্তে দমন করবে।

(৫) দলীয়করণ বন্ধ করার লক্ষ্যে শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে সকল নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান করে প্রশাসনের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত পরিবেশ ও নিরপেতা নিশ্চিত করবে।

৪. মৌলিক নাগরিক অধিকার (Basic Rights)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে এবং রাষ্ট্র হচ্ছে সমাজ পরিচালনার সাংগঠনিক কাঠামো। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার অন্যতম মূল কাজ হচ্ছে তার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা। একথা সবাই নির্দ্বিধায় স্বীকার করবে যে বর্তমান শাসনব্যবস্থা মানুষের মৌলিক অধিকার - খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি প্রদান করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা দিতেও বর্তমান শাসনব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ। এই ক্ষেত্রে খিলাফত সরকার কোন বিষয়গুলো অগ্রাধিকার দিবে আর কোন বিষয়গুলো ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করবে সে সম্পর্কে ইসলাম সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন: আদম সন্তানের এর বেশী চাওয়ার কিছু নাই - একটা ঘর, যেখানে সে বসবাস করে; এক টুকরো কাপড়, যা দিয়ে সে লজ্জা নিবারণ করে এবং এক টুকরো রুটি ও কিছু পানি, যা দিয়ে সে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মিটায়।

খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানসহ মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলো সুস্পষ্ট ও খিলাফত সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক হওয়ার কারণে হাজার বছর ধরে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনে নিশ্চিন্তে জীবন যাপন

৪.১ মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা

৪.১.১ মৌলিক চাহিদা পূরণে খলীফার বাধ্যবাধকতা

ইসলাম মানুষের চাহিদাগুলোকে সামষ্টিকভাবে না দেখে প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদাগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করে। স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা পূরণ না করে সামগ্রিকভাবে পুরো সমাজের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা ইসলামিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নয়। ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত না করে সবাইকে সমাজ থেকে যেনতেন ভাবে তা অর্জন করার জন্য বিচ্ছিন্নভাবে ছেড়ে দেয় না। আলাহ্ সুবহানাহুওয়াতায়ালা খিলাফত রাষ্ট্রের উপর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি নাগরিকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা - এইসব মৌলিক চাহিদা পূরণকে ফরজ বা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। সুতরাং খিলাফত রাষ্ট্র সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে জনগণের এসব মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করবে।

৪.১.২ মৌলিক চাহিদা পূরণে প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহ

ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য খিলাফত সরকার প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

- **পারিবারিক দায়িত্বশীলতা আরোপ:** খলীফা যখনই জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে কোন নাগরিকের দারিদ্রাবস্থার কথা অবহিত হবেন, তখনই তাঁর নির্বাহী কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাধ্যমে ঐ নাগরিকের দায়িত্ব নিকটাত্মীয়দের কাছে হস্তান্তর করবেন। যদি নিকটাত্মীয়দের পাওয়া না যায় বা তাদের যথেষ্ঠ সম্পদ না থাকে তবে খলীফা অভাবী ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন ।

- **যাকাত সংগ্রহ ও বন্টন:** খিলাফত সরকার যাকাত সংগ্রহ করে পবিত্র কোরআনে উলেখিত খাত অনুযায়ী বন্টন করবে।

- **খাস জমি বিতরণ, ভূমি সংস্কার ও ভূমি পুনর্বন্টন:** ভূমিহীন কৃষক, নদী ভাঙ্গনে সর্বহারা মানুষ ও দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে পতিত সরকারী খাস জমি সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হবে। সারাদেশে জরিপ পরিচালনা করে ভূমি সংস্কার ও ভূমি পুনর্বন্টন করা হবে।

- **উত্তরাধিকারীবিহীন মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ অভাবীদের মাঝে বন্টন:** উত্তরাধিকারীবিহীন মৃত ব্যক্তির সম্পদ রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং খলীফা ঐ সমস্ত সম্পদের অধিগ্রহণ, ব্যয় ও বরাদ্দের সম্পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করেন। জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণের ফরজ দায়িত্বের অংশ হিসাবে খলীফা যে কোন অভাবী ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন পূরণের জন্য এ সম্পদ দান করতে পারেন।

- **সম্পদশালীদের উপর জরুরী কর আরোপ:** রাষ্ট্র তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার পরও যদি সমাজে অভাবী জনগোষ্ঠী অবশিষ্ট থাকে তবে সম্পূর্ণ উম্মাহ'র উপর তাদের মৌলিক প্রয়োাজন পূরণের দায়িত্ব বর্তায়। বাইতুল মাল-এ যদি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের মত যথেষ্ঠ সম্পদ না থাকে, তবে খলীফা ধনীদের স্বাভাবিক ব্যয় ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে নিয়ে অভাবী মানুষের অভাব পূরণ করবেন।

৪.১.৩ কর্মসংস্থানের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী

- খিলাফত রাষ্ট্র প্রত্যেক সক্ষম নাগরিকের জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরী করবে যেখানে জীবিকার জন্য জনসাধারণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে।

- খিলাফত রাষ্ট্র জনসাধারণের জন্য চাষযোগ্য জমির ব্যবস্থা করবে এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করবে। রাষ্ট্র এমন সব শিল্প স্থাপন করবে যেখানে স্থানীয় দক্ষ জনসাধারনের নিয়োগ দান করা হবে।

- জনসম্পদ উন্নয়নের জন্য খিলাফত রাষ্ট্র সক্রিয় পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। খিলাফত রাষ্ট্র বিনিয়োগের সুযোগ ও পরিবেশ তৈরী করবে। ফলশ্রুতিতে অনেক কর্মসংস্থান ও সম্পদ সৃষ্টি হবে।

৪.১.৪ সম্পদের অবাধ প্রবাহ

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক উপায় হিসাবে প্রাপ্ত সম্পদের বন্টন ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়। এক্ষেত্রে আলাহ্ সুবহানাহুওয়াতায়ালা'র হুকুম হচ্ছে:

"যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।" **(আল-হাশর:৭)**

সুতরাং খিলাফত রাষ্ট্র সম্পদের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করবে ও মজুতদারী, ফড়িয়াবাজী কিংবা মূল্য নির্ধারণের মত অমানবিক কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করবে।

৪.২ জনগণের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার

৪.২.১ নিরাপত্তার অধিকার

- খিলাফত ব্যবস্থা দেশের প্রতিটি নাগরিকের তথা মুসলিম-অমুসলিম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জীবন, সম্পদ, সম্মান ও বিশ্বাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

- ইসলামের দাবী অনুযায়ী সমগ্র দেশে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে যেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মানুষ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে একাকী ভ্রমণ করতে পারে।

- রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগকে (Sahib ush-Shurtah) প্রয়োজনীয় বাজেট, লোকবল, প্রশিক্ষণ ও আধুনিক উপকরণ দিয়ে শক্তিশালী করা হবে।

৪.২.২ বিচার ব্যবস্থার কাঠামো

খলীফা একজন বিশ্বস্ত, যোগ্য (Competent), ও ন্যায়পরায়ন বিচারককে প্রধান বিচারপতি বা কাযী-উল্-কুযাত (Qadhi al Qudhat) নিয়োগ করবেন। প্রধান বিচারপতি বিধি মোতাবেক নিম্নলিখিত বিচারকদের নিয়োগ করবেন:

১. কাযী-উল্-খুসুমাত (Khusoomat) - কাযী উল খুসুমাত পারিবারিক আইন, চুক্তি আইন, ক্রিমিনাল আইন ইত্যাদি ব্যাপারে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন।

২. কাযী-উল্-মুহতাসিব - কাযী উল মুহতাসিব ব্যবসা পরিদর্শক, অসামাজিক কার্যকলাপ বিরোধী পরিদর্শক, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য পরিদর্শক তথা জনস্বার্থ দেখাশুনাকারী বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। কাযী মুহতাসিবের রায় প্রদান করার জন্য কোন বিচারালয় প্রয়োজন হয় না। তিনি যেকোন সময়ে

যেকোন জায়গায় অপরাধ সনাক্ত করতে পারলে সাথে সাথে সেখানেই রায় প্রদান করে তা পুলিশের সাহায্যে বাস্তবায়ন করতে পারেন।

৩. কাযী-উল্-মাযালিম - কাযী-উল-মাযালিম খলীফা থেকে শুরু করে শাসকগোষ্ঠীর যেকোন ব্যক্তির যে কোন ধরণের অন্যায় আচরণের ব্যাপারে আইনী কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। তিনি বাদি ছাড়াই নিজে উদ্যোগী হয়ে রাষ্ট্রের যে কোন দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারেন। খলীফার বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন সময়ে এই আদালতের বিচারককে পদচ্যুত করা যাবেনা।

৪.২.৩ বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

- খিলাফত রাষ্ট্র প্রথম দিন থেকেই শরিয়াহ্ অনুযায়ী বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করে দিবে। যেহেতু খিলাফত রাষ্ট্রে বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন, সেহেতু বিচার বিভাগ জনগণের উপর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

- খিলাফত রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা হবে নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত। বিচারকের অন্যায়ের ব্যাপারে ইসলাম কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। এজন্য বিচারকগণ শরিয়াহ্'র প্রত্যেকটি আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন এবং পরিপূর্ণ দায়িত্ববোধ থেকে কর্তব্য পালন করবেন।

- খিলাফত রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতার কোন অবকাশ থাকবে না। নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট আইন বিদ্যমান থাকায় দ্রুত বিচার কার্যক্রম এই শাসন ব্যবস্থার একটি গতিশীল দিক।

- বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রতিটি নাগরিকের জন্য ন্যূনতম সরকারী ফি নির্ধারণ ও নিশ্চিতকরণ করা হবে।

- বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে খিলাফত রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিকের হাতের নাগালের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে। তাকে বিচার প্রাপ্তির জন্য অযথা হয়রানিমূলকভাবে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট স্বীকার করতে হবে না।

৪.৩ শিক্ষার অধিকার

৪.৩.১ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য

ইসলামী ব্যক্তিত্ব তৈরী ও সারাবিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লক্ষ্যে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করাই হবে খিলাফত ব্যবস্থায় শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। এটি জাতিকে প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে দক্ষ করে গড়ে তুলবে:

১. প্রত্যেক নাগরিককে সৎ, দক্ষ ও উৎপাদনময় করে গড়ে তুলবে।

২. সামাজিক ক্ষেত্রে ভাল কাজে অংশগ্রহণ ও খারাপ কাজে বাধা প্রদানে দায়িত্বশীল করে গড়ে তুলবে।

৩. জাতিকে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রযুক্তিগত জ্ঞানে দক্ষ করে তুলবে।

৪.৩.২ শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে খিলাফত সরকার নিম্নলিখিত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

- ইসলামী আকীদার ভিত্তিতে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে। সমগ্র দেশে সবার জন্য একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকবে।

- ব্যক্তির চরিত্র গঠনে ও আদর্শিক ব্যক্তিত্ব তৈরীতে ফলপ্রসূ পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হবে, যাতে শিক্ষার্থীদের মাঝে নীতিবান ব্যক্তিত্ব ও শক্তিশালী নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা তৈরী হয়। শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমোদিত পাঠ্যসূচী ব্যতীত অন্য কোন বিদেশী পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা যাবে না।

- খিলাফত রাষ্ট্র নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিককে বিনামূল্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদান করবে। রাষ্ট্র তার ক্ষমতা অনুযায়ী সবাইকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ প্রদানের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

- প্রাথমিক শিক্ষা সমস্ত জীবনের ভিত্তি। এক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শিক আকীদা জোরালোভাবে তুলে ধরা হবে। ফলে জাতির মধ্যে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের আকাঙ্খা গড়ে উঠবে।

- প্রযুক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য উৎপাদনমুখী পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হবে। শুধুমাত্র প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষা নয়, বরং এর গবেষণাকর্ম, উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং রক্ষণাবেণও প্রযুক্তিগত শিক্ষার আওতায় আনা হবে। এক্ষেত্রে খিলাফত সরকার দেশে ডাক্তার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পোদ্যোক্তা, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিজ্ঞান, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার এমন কি, মহাকাশ বিজ্ঞান, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

- আমাদের দেশ বিশাল জ্বালানী ও খনিজ সম্পদের অধিকারী হওয়ায় দেশে এধং্ Petroleum Technology, Coal Mining Technology, Agro-Industry ইত্যাদি বিষয়ে নিজেদের বিশেষজ্ঞ তৈরী করার জন্য খলীফা ব্যবস্থা নিবেন।

- বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক শক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে সামরিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অপরিহার্য। এক্ষেত্রে পরমাণু শক্তি গবেষণা, নিজস্ব সামরিক যানবাহন (ট্যাংক, জাহাজ, উড়োজাহাজ) তৈরীর প্রযুক্তি, ভারী শিল্প তৈরীর প্রযুক্তি ইত্যাদি প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণাধর্মী ও প্রায়োগিক বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করার জন্য পর্যাপ্ত পরিকল্পনা নেয়া হবে।

- সকল বিদ্যালয়ে পাঠাগার ও গবেষণাগার তৈরী করা হবে। খলীফা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণাপত্র তৈরীর পৃষ্ঠপোষকতা ও পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করবেন। এক্ষেত্রে পাঠ্যসূচীর বাইরেও বিভিন্ন বই-পুস্তক, পত্রিকা, গবেষণাপত্র ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ পাঠাগার বিভিন্ন এলাকায় বা মসজিদে প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেখানে বিনামূল্যে এই সকল বিষয়ে অধ্যয়ন করা যাবে।

৪.৪ কৃষক-শ্রমিকের অধিকার

- জাতীয় শ্রমনীতি ঘোষণা করে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি, কর্মস্থলের সুষ্ঠু পরিবেশ, পাওনা ছুটি ইত্যাদি সকল অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

- শ্রমঘন্টা নির্ধারণ করা হবে এবং শ্রমঘন্টা চুরি বন্ধ করা হবে।

- কৃষকের জন্য উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং সুলভে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

- সকল প্রকার সিন্ডিকেট, চাঁদাবাজি, ফড়িয়াবাজি ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪.৫ নারীর অধিকার

আমাদের আজকের সমাজ বিশ্বাস করে লাগামহীন ব্যক্তি স্বাধীনতায়, তাই সমাজে নারীর প্রতি কী দৃষ্টিভঙ্গী হবে তা সমাজের মানুষই নির্ধারণ করে। বর্তমান সমাজের মূল ভিত্তি ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধি হওয়ায় নারী আজ পরিণত হয়েছে মুনাফা হাসিলের উপকরণে। এ সমাজে নারীকে প্রতিনিয়ত উপস্থাপন করা হয় পণ্য তথা যৌনতার প্রতীক হিসাবে। সুতরাং আজকের সমাজে পরুষরা নারীকে এ দৃষ্টিতেই দেখতে অভ্যস্ত হয়। ফলশ্রুতিতে সমাজের প্রতিটি স্তরে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল নারীই হয় নির্যাতিত।

৪.৫.১ মৌলিক নীতিমালা

- ইসলামী সমাজ নারীকে সমাজে এমনভাবে উপস্থাপন করে যা তাকে সম্মান এবং মর্যাদায় ভূষিত করে। একই সাথে সমাজের সর্বস্তরে তৈরী হয় নারীর প্রতি সম্মানজনকস্তৃষ্টিভঙ্গী। খিলাফত রাষ্ট্রে নারীর সম্মান রক্ষার দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের।

- ইসলাম পরপুরুষের সামনে নারীর দৈহিক সৌন্দর্য প্রকাশকে অনুমোদন করে না। এজন্য নারীদের পোষাকের ক্ষেত্রে রয়েছে সুস্পষ্ট বিধান। গৃহের বাইরে বা কর্মক্ষেত্রে নারীকে অবশ্যই এই বিধান মেনে চলতে হবে।

- নারীর দৈহিক সৌন্দর্যকে পুঁজি করে ব্যবসা করা যাবে না। নারীকে এমন সব পেশায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হবে না যাতে নারী তার সৌন্দর্য প্রকাশ করতে বাধ্য হয় বা তার সৌন্দর্যকে পুঁজি করা যায়; যেমন মডেলিং, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি।

- নারীকে এমন সব পেশায় অংশগ্রহণ করার অনুমোদন দেয়া হবে যে সমস্ত পেশায় তাকে যোগ্যতা এবং মেধার ভিত্তিতে যাচাই করা হয়।

একজন নারী ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষকতা, বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংবাদিকতা, বিচারকার্যসহ বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণ করতে পারে। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী নারী সমাজের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে সমাজে এবং রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

- ঘরে এবং বাইরে কাজের প্রয়োজনে নারী পুরুষের মেলামেশা সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী সুস্পষ্ট নীতিমালা অনুমোদন করা হবে। এ নীতিমালার বাইরে নারী পুরুষের লাগামহীন অবাধ মেলামেশা করার অনুমতি দেয়া হবে না।

৪.৫.২ নারীর অধিকারসমূহ

- নারীকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করা বা দেয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। এছাড়াও স্বামী নির্বাচনে নারীর রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা। বিভিন্ন কারণে একজন নারী তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ কামনা করতে পারে।

- নারীর রয়েছে স্বামীর নিকট থেকে ভরনপোষণ পাবার পূর্ণ অধিকার। ইসলামী রাষ্ট্রের আইনানুযায়ী স্ত্রী যত সম্পদশালীই হোক না কেন, তার এবং তার সন্তানের ভরনপোষণের ভার শুধুমাত্র স্বামীর।

- নারীর রয়েছে শিক্ষাদীক্ষা এবং জ্ঞান অর্জনের পূর্ণ অধিকার। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী সে অনুমোদিত যে কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

- ইসলামের সীমার মধ্যে একজন নারীর রয়েছে স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের পূর্ণ অধিকার।

- ইসলাম নারীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছে। পুরুষদের মতো তারও রয়েছে নিকটাত্মীয়দের সম্পত্তিতে নির্দিষ্ট অধিকার।

- উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ কিংবা নিজের উপার্জিত সম্পদে নারীর রয়েছে পূর্ণ মালিকানা। নিজের উপার্জিত সম্পদ বা প্রাপ্ত সম্পদ সে যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারে। এ ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তার মালিকানাভুক্ত সম্পদে তার স্বামী কিংবা বাবারও কোন

অধিকার নেই, এমনকি সে তার সম্পদ তার পরিবারের জন্য ব্যয় করতেও বাধ্য নয়।

- ইসলাম নারীকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার দিয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর রয়েছে মানুষকে সৎ কাজে আদেশ করা, অসৎ কাজে নিষেধ করা এবং শাসকের ভুল সংশোধনের বা শাসককে জবাবদিহি করার অধিকার। নারীদের রয়েছে খলীফা নির্বাচনের পূর্ণ অধিকার, মজলিশে শুরার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবার অধিকার।

- ইসলামী সমাজে নারী আলাহ্ প্রদত্ত যে কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে তার রয়েছে আইনের সাহায্যে তা আদায় করার অধিকার। কোনও মুমিন নারীর উপর মিথ্যারোপ করা হলে সে আইনের সাহায্যে দোষী ব্যক্তিকে সাজা দেয়ার অধিকার রাখে। ইসলাম যেহেতু নারীকে সম্মানিত হিসাবে গণ্য করে, তাই যে কোনও স্থানে যে কোনও ভাবে তাকে উত্ত্যক্ত করা হলে সে আইনের সাহায্য পাবার অধিকার রাখে।

- যৌতুক প্রথার মূলোৎপাটন করা হবে। কন্যা বা কন্যার বাবার কাছ থেকে কোনও রকম সম্পদ দাবি করার কোন অধিকার ইসলাম পুরুষকে দেয়নি। এর অন্যথা হলে ইসলামী রাষ্ট্র অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪.৬ অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার

ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়, বরং এমন একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যা জীবনের সব বাস্তব সমস্যার সমাধান দেয়। যে কোন সেক্যুলার পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে যেমনি হিন্দু ধর্মসহ বিভিন্ন ধর্মের জনসমষ্টি বসবাস করে তেমনি খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও সব ধর্মের জনসমষ্টি বসবাস করতে পারে। বস্তুতঃ ইসলামের আগমনই হয়েছে মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা ও প্রবৃত্তিগুলো পূরণ করা তথা সকলের মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার জন্য। খিলাফত সরকার এক্ষেত্রে মুসলিম, অমুসলিম, উপজাতি ও আদিবাসীর মধ্যে কোন ভেদাভেদ করবেনা। খিলাফত রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের নিম্নলিখিত মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা হবে:

- খিলাফত রাষ্ট্র একজন মুসলমানের মতই প্রতিটি অমুসলিম নাগরিকের জীবন, সম্পদ, সম্মান ও বিশ্বাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

- অমুসলিমরা সবসময় নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপন করবে। সকল মুসলমান তাদের সাথে সৎ ও বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করতে বাধ্য থাকবে।

- কোন অমুসলিমকে নিজের ধর্মপালনে বাধা দেয়া হবে না কিংবা জোর করে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে না। প্রত্যেক অমুসলিম নাগরিক সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ উপসনালয়ে যাতায়াত করবে, কেউ তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারবে না।

- শিক্ষা দান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করবে না।

- খিলাফত রাষ্ট্রে বিচার প্রাপ্তির অধিকার সবার জন্য সমান। খলিফা কিংবা তাঁর সরকারের যে কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও মুসলিম অমুসলিম যে কোন নাগরিক নির্দ্বিধায় বিচার প্রার্থী হতে পারে।

- খিলাফত রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে মজলিসে শুরা। অমুসলিমরাও এ সভার সদস্য হতে পারবে। এই রাজনৈতিক অধিকার লাভের মাধ্যমে তারা নিজেদের দাবী এবং প্রস্তাবসমূহ বিনা বাধায় খিলাফত সরকারের সামনে উপস্থাপন করতে পারবে। এক্ষেত্রে তারা কোন প্রকার রাজনৈতিক হয়রানির শিকার হবে না।

- খিলাফত রাষ্ট্রের নিয়মিত সামরিক বাহিনীতে অমুসলিমরাও সদস্য হতে পারবে। মুসলমানরা তাদের বিশ্বাসকে সমুন্নত রাখতে এবং অমুসলিমরা বেতনভূক্ত কর্মচারীর মর্যাদায় একটি লাভজনক পেশা হিসাবে এ বাহিনীর সদস্য হবে। তেমনিভাবে পুলিশসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতেও অমুসলিমদের অন্তর্ভূক্তিতে কোন বাধা নেই।

৪.৭ নাগরিকদের অন্যান্য অধিকার

- প্রতিটি নাগরিকের বিনামূল্যে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত হাসপাতাল ও ক্লিনিক তৈরী করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ডাক্তার, নার্স, ঔষধ, সরঞ্জাম ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।

- স্বাস্থ্যসেবার সাথে সংশিষ্ট সকল মানব সম্পদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। সরঞ্জাম ও ঔষধ সামগ্রী উৎপাদনে দেশীয় শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে।

- প্রতিটি নাগরিকের কাছে বিনামূল্যে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ গ্যাস-পানি-বিদ্যুতের সার্বক্ষণিক সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

- দেশের অভ্যন্তরে স্থলপথ, আকাশপথ, রেলপথ ও নদীপথের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও দ্রুত যাতায়াতের উপযোগী করে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হবে। একইভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশের উপযোগী ব্যবস্থাকে স্বল্পমূল্যে সকল নাগরিকের হাতের নাগালে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হবে।

- শহরগুলোকে সুষ্ঠু পরিকল্পনার আওতায় আনা হবে। বাড়ী, এ্যাপার্টমেন্ট, বিদ্যালয়, শপিং মল, মসজিদ, রাস্তাঘাট তৈরী, পয়ঃনিস্কাষণ ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ শহরের সার্বিক অবকাঠামো মানুষের বসবাসের উপযোগী ও সুস্থ জীবন যাপনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রয়োজনে শহর ও মহানগরগুলোকে ঢেলে সাজানো হবে।

- বায়ু, পানি ও শব্দ দূষণ রোধে জাতীয় নীতি প্রণয়ন করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- বন্যা, ঝড়, সাইকোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সতর্কীকরণ ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। ব্যাপক জীবন ও সম্পদহানি রোধে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। দুর্যোগ-পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে এবং অতিদ্রুত বিনামূল্যে দুর্গত মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

৫. স্বনির্ভর অর্থনীতি ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা (Self-Reliant Economy and Protection of National Resources)

একথা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি দেশ। এদেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ ও জাতীয় সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য দেশী-বিদেশী অশুভ চক্র আজকে মরিয়া হয়ে উঠেছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির অজুহাত তুলে দুর্নীতিবাজ আমলা ও রাজনীতিবিদ এবং বিদেশী শক্তির আনুকূল্যে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রসার ঘটিয়ে জনগণের সম্পদ লুট করছে। দেশী-বিদেশী সুবিধাবাদী, সম্পদলোভী চক্র এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খোলা বাজার তত্ত্বের ধোঁকা দিয়ে নিজেদের পকেট ভারী করতে ব্যস্ত। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কিছু লোকের হাতে সম্পদের পাহাড় জমছে আর অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে।

বিদেশী অর্থনৈতিক সংস্থা বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের মতো সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো আজকে দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার ও বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে দেশের মানুষকে শোষণের পথ উম্মুক্ত করে দিয়েছে। এরাই পুরো দেশের অর্থনীতিকে পাশ্চাত্যের প্রয়োজন ও স্বার্থ লাভের অনুকূলে ঢেলে সাজিয়েছে। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলো প্রায় ধ্বংসের পথে। আর গার্মেন্টস শিল্প ছাড়া উলেখ করার মতো তেমন কোন শিল্প গড়ে উঠেনি। আজকে দেশের তেল, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদের উপর বিদেশীদের আধিপত্য বিরাজ করছে। জাতীয় সম্পদ রক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে খিলাফত সরকার নিম্নলিখিত বিষয়ে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫.১ বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত অর্থনীতি

- খিলাফত রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে দেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাবে এবং আমাদের অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানের যে কোন ধরণের খবরদারী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করবে।

- সকল প্রকার জাতীয় স্বার্থ বিরোধী ও ইসলাম বিরোধী অসম বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক চুক্তি বাতিল করবে।

করেছে। খিলাফত রাষ্ট্রে পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত মৌলিক নাগরিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা হবে।

- কৌশলগত সম্পদ জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের সাথে সংশিষ্ট। খিলাফত সরকার নদী বন্দর, সমুদ্র বন্দর, বিমান বন্দর নিয়ে ইসলাম ও দেশের স্বার্থ বিরোধী চুক্তি বাতিল করা হবে।

- চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের উপর থেকে সকল বিদেশী হস্তক্ষেপ নির্মূল করা হবে। খিলাফত সরকার কোনক্রমেই এই বন্দরগুলো বেসরকারীকরণ করা বা বিদেশীদের হাতে তুলে দেবে না।

৫.২ জ্বালানী সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে জ্বালানী খাতের উন্নয়নের জন্য বেসরকারী খাত বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী তেল ও গ্যাস কোম্পানীগুলোকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। জ্বালানী সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে একটি শক্তিশালী আত্মনির্ভরশীল দেশে পরিণত করার কোন ভিশন, পরিকল্পনা বা সংকল্প বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলের নেই। অথচ এদেশে আছে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা-তেল-ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ। আমাদের শুধু দরকার প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও পরিকল্পনাকারী নেতৃত্ব; যে নেতৃত্বের থাকবে ভবিষ্যতের রূপকল্প (ঠরংরড়হ) এবং দৃঢ়সংকল্প; যে নেতৃত্ব সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সঠিক দিক-নিদের্শনা দিয়ে জাতিকে সামনে এগিয়ে নিবে। আমাদের ভিশন হবে জনগণকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আত্মনির্ভরশীল, উন্নত ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা। জ্বালানী খাতের উন্নয়ন তাই সবদিক থেকেই রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে খিলাফত সরকার নিম্নলিখিত বিষয়ে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

- জ্বালানী সম্পদ কখনোই বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হবে না কিংবা কোন ব্যক্তি বা বিদেশী কোম্পানীর মালিকানাধীনে দেয়া হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেন, **"তিনটি জিনিষের মাঝে সকল মানুষ**

শরীক। এগুলো হচ্ছে পানি, চারণ ভূমি এবং আগুন।" সুতরাং, জ্বালানী গণমালিকানাধীন সম্পদ অর্থাৎ জ্বালানী সম্পদের উপর সমগ্র দেশবাসীর অধিকার রয়েছে। দেশবাসীর পক্ষ থেকে এই সম্পদের ব্যবস্থাপনার ভার খলিফার উপর ন্যস্ত।

- খিলাফত সরকার জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা নীতি নির্ধারণ করে বাংলাদেশকে একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সরকার দেশের জ্বালানী সম্পদ বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়ার সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবে এবং বিদেশী কোম্পানীসমূহের সাথে যে সমস্ত অযৌক্তিক বা জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো তাৎণিকভাবে বাতিল করবে।

- খিলাফত রাষ্ট্র জ্বালানী সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি বা দক্ষ জনশক্তির জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল হবে না। জ্বালানী সম্পদ খনন, উত্তোলন, পরিশোধন ও বিতরণের প্রযুক্তি এদেশে গড়ে তুলবে এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিণের ব্যবস্থা করবে।

- খিলাফত রাষ্ট্র দেশীয় জ্বালানী সম্পদভিত্তিক শিল্প উৎসাহিত করবে, শিল্পায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে এবং যে কোন ধরনের বিদেশী নির্ভরশীলতা নির্মূল করবে।

- জ্বালানী সুবিধা জনগণের হাতের নাগালে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে খিলাফত রাষ্ট্র সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। খিলাফত রাষ্ট্র শুধু বর্তমান চাহিদা নয়, ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণও নিশ্চিত করবে এবং জ্বালানী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।

৫.৩ শিল্পায়ন

খিলাফত রাষ্ট্র অর্থনীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে অবশ্যই শিল্পায়নকে গুরুত্ব দিবে এবং নিম্নলিখিত বিষয়ে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

- প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির গবেষণা, ব্যবহার ও রক্ষনাবেণ - তিনটি পর্যায়েই স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দিকে খিলাফত সরকার গুরুত্ব দিবে এবং

বাংলাদেশের শিল্পায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণ ও ষড়যন্ত্র শক্ত হাতে প্রতিরোধ করবে।

- কৌশলগত শিল্প যেমন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কখনোই বিদেশীদের মালিকানাধীনে দেয়া হবে না। যেহেতু দেশের ব্যাপক শ্রমবাজার, সুলভ জ্বালানী ও বিশাল পণ্যবাজার শিল্পায়নের জন্য অনুকূল, সেহেতু অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশের নিজস্ব সম্পদ-নির্ভর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা হবে এবং শ্রমঘন শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে।

- খলীফা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে শিল্পায়নের জন্য যে ক্ষেত্রগুলো অগ্রাধিকার দিবেন তা হলো ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, গ্যাস ও কয়লা ভিত্তিক শিল্প (যেমন- বিদুৎ, সার ইত্যাদি), মোটর তৈরী শিল্প (যা ট্রাক্টর, ট্যাংক, জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদি), গাড়ী, জাহাজ, উড়োজাহাজ তৈরী শিল্প ইত্যাদি।

৫.৪ কৃষি

খাদ্যে বাংলাদেশ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। এছাড়া চিনি, পাট, মৎস্য, চা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলো অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। খিলাফত রাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং বাংলাদেশের বৃহত্তর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসাবে কৃষিকে অগ্রাধিকার দিবে।

কৃষিকে দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড ধরে জাতীয় কৃষি নীতি ঘোষণা করা হবে ও কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলা হবে। এক্ষেত্রে খলীফা অত্যন্ত জোরালোভাবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করবেন:

- খিলাফত সরকার সকল অব্যবহৃত চাষযোগ্য খাস জমি চাষের আওতায় আনবে। প্রয়োজনে তিনি ভূমিহীন কৃষকদের তা চাষের জন্য দিবেন।

- ভূমি মালিকদের হাতে অব্যবহৃত জমি এবং যা তারা সরাসরি ব্যবহার করেনা, সেসব জমি খলিফা তাদের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করবেন। কোন জমি যদি তার মালিকের কাছে তিন বছর ধরে অব্যবহৃত পড়ে

থাকে, তবে খলীফা সে জমি অধিগ্রহণ করবেন। যারা এই জমি ব্যবহার করতে সক্ষম, খলীফা সেসব দরিদ্র মানুষের কাছে তা বন্টন করে দিতে পারেন।

- খিলাফত রাষ্ট্র কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানোর সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কৃষিতে প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্রসমূহ আমদানী না করে সেগুলোকে দেশে তা তৈরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

- জমির উর্বরতা, উৎপাদন, বিশেষ করে সেচের জন্য পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে কৌশলপত্র তৈরী করে তা বাস্তবায়ন করবে।

- পরিবেশ উপযোগী সার উৎপাদন, সুস্থ ও উন্নত প্রজাতির বীজ সরবরাহ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

- তাঁত, রেশম ইত্যাদি কুটির শিল্পগুলোকে পূনরুজ্জীবিত করার নির্দেশ দেয়া হবে।

- গবাদি পশুপালন এবং পোল্ট্রি শিল্পকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিবে।

৫.৫ অর্থ ব্যবস্থাপনা

খিলাফত সরকার উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিবে। বর্তমান পুঁজিবাদী কোম্পানী কাঠামোর পরিবর্তে ইসলামী কোম্পানী আইন প্রবর্তন করা হবে। সরকার যাকাত আদায় ও বন্টনের ব্যবস্থা করবে। সরকারের আয়ের উৎস হিসাবে ব্যক্তি আয়ের উপর কর, মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদি জালেম ব্যবস্থা বাতিল করে তার পরিবর্তে উশর, খারাজ, জাতীয় সম্পদ থেকে আয় ইত্যাদি জাতীয় আয়ের উৎস বানাবে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার দিবে মানুষের মৌলিক অধিকার প্রদানের বিষয়গুলোর প্রতি। প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবার পরই একমাত্র অন্যান্য বিষয়ে দৃষ্টি দিবে। সকল প্রকার সুদভিত্তিক কার্যক্রম, প্রতিষ্ঠান ও Regulatory body নিষিদ্ধ করবে। স্টক এক্সচেঞ্জসহ সকল speculative অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করবে। দেশের অভ্যন্তরে সকল প্রকার বিনিময় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বর্ণ ও রোপ্যভিত্তিক দ্বি-ধাতব মুদ্রা ব্যবস্থাপনা (Bi-Metallic Standard) চালু করবে।

৬. রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা (Sovereignty and Security of the State)

৬.১ মূলনীতি

বাংলাদেশে বর্তমানে ঘোষিত পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে "সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়"। চারদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় এই জাতীয় পররাষ্ট্রনীতি নিতান্তই হাস্যকর। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত বিগত কয়েক দশক যাবত একের পর এক ইস্যু তৈরী করে বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। এদেশের শাসকগোষ্ঠী ভারত ছাড়াও মার্কিন-ইইউ-ইহুদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামনে সকল ক্ষেত্রে ও সব সময় নতজানু নীতি অবলম্বন করে এসেছে। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশের ঘোষিত পররাষ্ট্রনীতি দেশের শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতার পরিচয় বহন করে মাত্র। সমগ্র পৃথিবী ও মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা আলাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন:

... এবং কিছুতেই আলাহ্ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না। **(সুরা নিসা ১৪১)**

তিনিই তার রাসুল (সাঃ) কে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম সহকারে, যাতে একে সকল জীবন ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরেকরা তা অপছন্দ করে। **(সুরা আছ্-ছফ-৯)**

সুতরাং, ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূলভিত্তি হবে নিম্নরূপ:

১. ইসলামী রাষ্ট্র কখনোই অন্যের আধিপত্য মেনে নিবেনা।

২. ইসলামের বাণী ও ন্যায়বিচার পৃথিবীতে অন্যান্য জাতির সামনে তুলে ধরার নীতিকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

৩. অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি চুক্তি হতে পারে ।

৬.২ পররাষ্ট্র নীতি

জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খিলাফত সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করবে:

- খিলাফত সরকার পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিবে। সরকার ইসলাম, ইসলামী দল ও ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সকল অপপ্রচার বলিষ্ঠভাবে মোকাবেলা করবে।

- খিলাফত সরকার সকল ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন-ইইউ-ইসরাইলের তাঁবেদারি বন্ধ করবে এবং জাতীয় রাজনীতিতে বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ কঠোরভাবে প্রতিহত করবে।

- ভারত-মার্কিন-ইইউ-ইসরাইল তথা কোন শত্রু রাষ্ট্রের সাথে যে সমস্ত অযৌক্তিক বা জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো তাৎণিকভাবে বাতিল করবে।

- ভারত-মার্কিন-ইইউ-ইসরাইল তথা কোন শত্রু রাষ্ট্রের সাথে কোন ধরনের সামরিক চুক্তি কিংবা ট্রানজিট, গ্যাস পাইপলাইন ইত্যাদি চুক্তি করবে না।

- ভারতের সীমান্ত আগ্রাসন শক্তভাবে মোকাবেলা করবে। তালপট্টি, পানি আগ্রাসনসহ সকল ইস্যুতে সরকার ইসলাম ও জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

- কেব্‌ল টিভি, রেডিও, ইন্টারনেট, পত্র-পত্রিকা অর্থাৎ সকল প্রকার মিডিয়ার মাধ্যমে বিদেশীদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বন্ধ করবে।

৬.৩ প্রতিরক্ষা নীতি

দেশের নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীকে সার্বিকভাবে সদা প্রস্তুত রাখার লক্ষ্যে খিলাফত সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করবে:

- খিলাফত সরকার জাতীয় সশস্ত্রবাহিনীকে শক্তিশালী ও আধুনিকায়ন করবে। সরকার সশস্ত্রবাহিনীকে প্রয়োজনীয় বাজেট, সরঞ্জাম, লোকবল দিবে।

- প্রতিরক্ষা বাজেট হবে জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি

করে; সামগ্রিক বাজেটের অথবা জিডিপির নির্দিষ্ট কোন শতাংশ অথবা অন্য কোন দেশের প্রতিরক্ষা বাজেটের সাথে কোন প্রকার তুলনার উপর ভিত্তি করে নয়।

- প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ক্ষেত্রে বিদেশী নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

- সশস্ত্রবাহিনীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সংগ্রহ ও গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ব্যবস্থা করবে। পারমানবিক শক্তি, সাবমেরিন, অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান ইত্যাদি যে প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ উপমহাদেশে শক্তির ভারসাম্য অর্জন করতে পারবে, দীর্ঘমেয়াদে তা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করবে।

- বর্তমান সামরিক-বেসামরিক নিবিড় সর্ম্পককে আরো এগিয়ে নিয়ে সাধারন জনগণকে দেশের প্রতিরক্ষায় আরো গভীরভাবে সম্পৃক্ত করা হবে। এই সম্পৃক্ততার ধরণ হবে নিম্নরূপ:

  ক. সমগ্র জনগণকে প্রাথমিকভাবে জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং দেশের শত্রুমিত্র সম্পর্কে জনগণকে পরিষ্কার ধারণা দেয়া।

  খ. ১৫ বছরের উর্ধ্বে দেশের প্রত্যেক তরুণকে বাধ্যতামূলক মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া। দেশে প্রচলিত স্কুল পর্যায়ের সর্বশেষ পরীক্ষার পরে প্রতি স্কুলে প্রয়োজনীয় সময় ব্যাপী এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

  গ. যারা স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে গেছেন, তাদের মধ্যে যারা এখনো চলিশ বছর অতিক্রম করেননি, তাদেরকে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা।

৭. উপসংহার

খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সকল মুসলিমের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। দেশের লক্ষ কোটি মানুষের মৌলিক বিশ্বাস তথা ইসলামী আকীদা থেকে উৎসারিত শাসনব্যবস্থা খিলাফত সরকার জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে, দেশের অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদীদের দখলমুক্ত করবে এবং সকল মানুষের যাবতীয় মৌলিক অধিকার ও দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থায়:

১. জনগণ তাদের পছন্দ মত সরকারপ্রধান (খলীফা) নির্বাচন করতে পারবে।

২. খলীফা কুরআন-সুন্নাহ্ দ্বারা জনগণকে শাসন করতে বাধ্য এবং আলাহ্ তাআলার কাছে দায়বদ্ধ। যার ফলে রাজনীতিবিদ ও শাসকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা দলীয় স্বার্থে কেউ রাজনীতি করার সুযোগ তৈরী পাবেনা।

৩. মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা খলীফার দায়িত্ব। খলীফা কুরআন-সুন্নাহ্র মাধ্যমে দেশ পরিচালনা ও জনগণের অধিকার নিশ্চিত করছেন কিনা, সে ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিম সকল নাগরিকের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

৪. খলীফা দেশের সম্পদ ও অর্থনীতিকে বিদেশীদের হাতে তুলে দিতে পারবেন না কারণ জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে খিলাফতকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার নীতি অবলম্বন করতে খলীফা কুরআন-সুন্নাহ্ দ্বারা বাধ্য।

৫. খলীফা বা রাজনীতিবিদরা টাকা ও ক্ষমতার মোহে সাম্রাজ্যবাদীদের সামনে নতজানু হবেন না। বরং ইসলামী রাষ্ট্র যেন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে লক্ষ্যে কাজ করবেন। সুতরাং খলীফা জাতীয় রাজনীতিতে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ কখনো মেনে নেবেন না এবং দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা বিপন্ন হয়, এমন কোন কর্মকান্ড অনুমোদন করবেন না।

বর্তমান রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা দেশবাসীর কোন প্রত্যাশার বাস্তবায়ন করতে পারেনি। আজকে আওয়ামী-বিএনপি জোটের লুটপাট, হানাহানি ও দেশ

ধ্বংসের রাজনীতিতে অতিষ্ঠ মানুষ মরিয়া হয়ে বিকল্প রাজনীতির সন্ধান করছে। গত ১৬ বছরে নির্বাচিত সরকারসমূহ দ্বারা জনগণ বার বার প্রতারিত আর বঞ্চিত হয়েছে। আওয়ামী-বিএনপির প্রতারণা-বঞ্চনা-জুলুম-অবিচার থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ইসলামী শাসন তথা খিলাফত সরকার। বর্তমান সংঘাতপূর্ণ রাজনীতির প্রেক্ষাপটে খিলাফত সরকারের দাবী তোলার এখনই উপযুক্ত সময়। আলাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন,

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার তোমার উপর ন্যস্ত করে।" **(সুরা নিসা-৬৫)**

"হে ঈমানদারগণ, যখন আলাহ্ ও তাঁর রাসুল এমন কোন কিছুর দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করেন যা তোমাদের মধ্যে জীবনের সঞ্চার করে তখন সেই আহ্বানে সাড়া দাও।" **(সূরা আনফাল : ২৪)**

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০৭
ঢাকা